কালের দিগন্ত

ফ্যাক্ট চেকিং অনলাইন কোর্স

অনলাইন তথ্য, সংবাদ, ছবি ও ভিডিও সঠিকতা যাচাইয়ের পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা

কোর্স পরিচিতি

ডিজিটাল যুগে ভুয়া খবর (Fake News) এবং গুজবের ব্যাপক বিস্তার রোধে ফ্যাক্ট চেকিং বা তথ্য যাচাই একটি অপরিহার্য দক্ষতা। এই কোর্সে মোট ৮টি অধ্যায়ের মাধ্যমে অনলাইনে পড়া বা দেখা যে কোনো সংবাদ, ছবি, ভিডিও এবং ওয়েবসাইটের নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের বৈজ্ঞানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল আলোচনা করা হয়েছে।

সূচিপত্র (Table of Contents)

- অধ্যায় ১: সত্য ও মিথ্যা খবর আলাদা করে চেনার উপায়
- অধ্যায় ২: ফেইক নিউজগুলো বা গুজবগুলো আসলে কেমন হয়?
- অধ্যায় ৩: কিন্তু ফ্যাক্ট চেকিং কীভাবে করা যায়?
- অধ্যায় ৪: অনলাইনে যে খবরটি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো সেটিকে কীভাবে যাচাই করবেন?
- অধ্যায় ৫: অনলাইনে ছবি যাচাই (Image Verification)
- অধ্যায় ৬: অনলাইনে ভিডিও যাচাই (Video Verification)
- অধ্যায় ৭: ফ্যাক্ট চেকিং ও সচেতনতা
- অধ্যায় ৮: একটি অনলাইন সংবাদমাধ্যম বিশ্বস্ত কি না কীভাবে বুঝবেন?

অধ্যায় ১: সত্য ও মিথ্যা খবর আলাদা করে চেনার উপায়

ডিজিটাল প্রযুক্তি, স্মার্টফোন এবং ইন্টারনেটের সহজলভ্যতার ফলে বর্তমানে যেকোনো সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। তবে তথ্যের এই দ্রুত প্রবাহের সাথে সাথে ভুল তথ্য ও ভুয়া খবরের (Fake News) ছড়ানোর হারও বহুগুণ বেড়েছে।

১.১ ফ্যাক্ট চেকিং কী?

ফ্যাক্ট চেকিং (Fact-Checking) হলো এমন একটি বস্তুনিষ্ঠ ও অনুসন্ধানী পদ্ধতি যার মাধ্যমে কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি বা ভিডিওর সত্যতা, তথ্যের উৎস এবং প্রমাণের নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষা করে সঠিক তথ্য বের করা হয়।

১.২ সত্য ও মিথ্যা খবরের পার্থক্য

- সত্য খবর: সত্য খবর সবসময় যাচাইযোগ্য তথ্যের ভিত্তি, নির্দিষ্ট উৎস, নামযুক্ত প্রত্যক্ষদর্শী বা প্রামাণ্য দলিলের ওপর নির্ভর করে।
- মিথ্যা/ভুয়া খবর: সাজানো বা বানোয়াট তথ্য দিয়ে তৈরি, যেখানে কোনো নির্ভরযোগ্য উৎস, প্রমাণ বা উদ্ধৃতি থাকে না। সাধারণত এগুলো আবেগ উসকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়।

> অধ্যায় ১ এর অনুশীলন ও কুইজ
> ১. সাম্প্রতিক আলোচিত গুজব: পদ্মাসেতুতে রক্ত/মাথা লাগার গুজব, করোনাকালে বাসা ভাড়া না দেওয়ার ভুয়া নির্দেশ এবং থানকুনি পাতা খেলে করোনা সেরে যাওয়ার খবর। (উত্তর: সবক'টি)
> ২. ফ্যাক্ট চেকিং কী? (উত্তর: ভুয়া খবর ও গুজব যাচাইয়ের পদ্ধতি)
> ৩. ফেইক নিউজ কোথায় সবচেয়ে বেশি ছড়ায়? (উত্তর: সামাজিক মাধ্যম)
> ৪. অনলাইনে আকর্ষণীয়/চটকদার তথ্য দেখলে করণীয় কী? (উত্তর: সত্য-মিথ্যা যাচাই করা)

অধ্যায় ২: ফেইক নিউজগুলো বা গুজবগুলো আসলে কেমন হয়?

ভুয়া খবর কেবল এক ধরনের নয়; সৃষ্টিকর্তা বা প্রচারকারীর উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে অপতথ্য বা ভুয়া খবরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

২.১ মিসইনফরমেশন বনাম ডিসইনফরমেশন

- মিসইনফরমেশন **(Misinformation):** কোনো ক্ষতিকর উদ্দেশ্য ছাড়া, ভুলবশত বা না বুঝে অনিচ্ছাকৃতভাবে অসত্য তথ্য ছড়ানো।
- ডিসইনফরমেশন **(Disinformation):** কাউকে বিভ্রান্ত করা, অপপ্রচার চালানো বা ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি ও প্রচারিত ভুয়া তথ্য।
- ম্যাল-ইনফরমেশন **(Mal-information):** সত্য ঘটনা বা তথ্যকে প্রসঙ্গের বাইরে উপস্থাপন করে (Context Manipulation) মানুষকে বিভ্রান্ত করা।

২.২ ক্লিকবেইট ও স্যাটায়ার

- ক্লিকবেইট **(Clickbait):** চাঞ্চল্যকর ও অতিরঞ্জিত শিরোনাম দিয়ে পাঠকদের আকর্ষণ করা, কিন্তু খবরের মূল অংশে সেই তথ্যের কোনো সত্যতা থাকে না।
- স্যাটায়ার **(Satire):** উপহাস বা সমাজিক কটাক্ষ করার জন্য তৈরি ব্যঙ্গাত্মক লেখা। এতে স্পষ্ট অতিরঞ্জন থাকে এবং সাধারণত ওয়েবসাইটে ডিসক্লেইমার দেওয়া থাকে।

> অধ্যায় ২ এর অনুশীলন ও কুইজ
> ১. ক্লিকবেইট প্রতিবেদন কাকে বলে? (উত্তর: যে প্রতিবেদনের শিরোনামের তথ্য ও ভেতরের তথ্যের মধ্যে গরমিল রয়েছে)
> ২. মিসইনফরমেশন ও ডিসইনফরমেশনের মূল পার্থক্য? (উত্তর: না বুঝে ভুল তথ্য ছড়ানো আর ইচ্ছা করে ছড়ানো)
> ৩. স্যাটায়ার চেনার প্রধান নির্দেশক কী? (উত্তর: লেখায় অতিরঞ্জন ও ব্যঙ্গাত্মক শব্দের আধিক্য)

অধ্যায় ৩: কিন্তু ফ্যাক্ট চেকিং কীভাবে করা যায়?

ইন্টারনেটের প্রতিদিনের অগণিত খবরের মধ্য থেকে সব খবর ফ্যাক্ট চেক করা সম্ভব নয়। তাই নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে খবর নির্বাচন করতে হয়।

৩.১ ফ্যাক্ট চেকিংয়ের ৭টি উপাদান

আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী গুজবের প্রধান ৭টি ধরন রয়েছে: ১. মিথ্যা প্রসঙ্গ, ২. বিভ্রান্তিকর সংযোগ, ৩. বিকৃত কনটেন্ট, ৪. মনগড়া তথ্য, ৫. ভুয়া উৎস, ৬. চালবাজি বা ম্যানিপুলেশন, ৭. স্যাটায়ার/প্যারোডি।

৩.২ খবরের মনস্তাত্ত্বিক ট্রিগার

ভুয়া খবর মূলত মানুষের ৬টি আবেগ বা সাইকোলজিক্যাল ট্রিগারকে ব্যবহার করে ছড়ায়: ভয়, আশা, অলৌকিকত্ব/অদ্ভুত বিষয়, জাতীয় বা ধর্মীয় উন্মাদনা, সামাজিক সংকট এবং তীব্র রাজনৈতিক পক্ষপাত।

> অধ্যায় ৩ এর অনুশীলন ও কুইজ
> ১. সাধারণত কয়টি উপাদানের উপস্থিতিতে ফ্যাক্ট চেক করা হয়? (উত্তর: ৭টি)
> ২. সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া গুজবের উদাহরণ কোনটি? (উত্তর: সবক'টি - তিন চোখের শিশু, আতিফ আসলামের গান ছাড়া, গুগল ম্যাপে ফিলিস্তিন)
> ৩. কোন ধরনের খবর যাচাই করা উচিত? (উত্তর: যে খবর দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলে বা শেয়ার করতে চাই)

অধ্যায় ৪: অনলাইনে যে খবরটি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো সেটিকে কীভাবে যাচাই করবেন?

কোনো খবর মনোযোগ দিয়ে পড়া এবং বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করা ফ্যাক্ট চেকিংয়ের প্রথম শর্ত।

৪.১ খবর যাচাইয়ের ধাপসমূহ

- ১. সম্পূর্ণ সংবাদ পঠন: শুধু শিরোনাম বা ছবি দেখে সিদ্ধান্ত না নিয়ে সম্পূর্ণ প্রতিবেদনটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন।
- ২. তারিখ ও সময় যাচাই: খবরের প্রকাশের তারিখ পরীক্ষা করুন। অনেক সময় পুরোনো খবর নতুন দাবি করে চালানো হয়।
- ৩. সূত্রের নির্ভরযোগ্যতা: প্রতিবেদনে ব্যবহৃত নামহীন বা অজ্ঞাত সূত্রের সত্যতা নিয়ে সতর্ক থাকুন।
- ৪. ক্রস চেক **(Cross-check):** অন্যান্য স্বীকৃত মূলধারার সংবাদমাধ্যমে এই খবরটি প্রকাশিত হয়েছে কিনা তা সার্চ করে নিশ্চিত হন।

> অধ্যায় ৪ এর অনুশীলন ও কুইজ
> ১. 'মতামত ভুল হলেও প্রকাশ অপরাধ নয়, কিন্তু ভুল খবর ছড়ানো অপরাধ'— এই বক্তব্যটি? (উত্তর: সত্য)
> ২. কোন ধরনের প্রতিবেদনে ডিসক্লেইমার খুঁজবেন? (উত্তর: স্যাটায়ারে)
> ৩. কোনো খবর যাচাইয়ের প্রথম শর্ত কী? (উত্তর: খবরটির পুরোটা মনোযোগ দিয়ে পড়া)

অধ্যায় ৫: অনলাইনে ছবি যাচাই **(Image Verification)**

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুয়া খবরের সাথে প্রায়শই সম্পাদিত (Photoshopped) বা পুরোনো ছবি ব্যবহার করে বিভ্রান্তি তৈরি করা হয়।

৫.১ রিভার্স ইমেজ সার্চ **(Reverse Image Search)**

একটি ছবি দিয়ে ইন্টারনেটে অনুসন্ধান করে ছবিটির আসল উৎস, প্রকাশের তারিখ এবং প্রথম কোথায় আপলোড হয়েছিল তা বের করার প্রযুক্তিকে রিভার্স ইমেজ সার্চ বলে।

৫.২ প্রধান ছবি যাচাইয়ের টুলস

- **Google Reverse Image Search:** সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সহজলভ্য ছবি যাচাইয়ের টুল। কম্পিউটার ও মোবাইল উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়।
- **TinEye:** ছবিটি ইতিপূর্বে কোথায় কোথায় প্রকাশিত হয়েছে তার সঠিক তারিখ ও রেকর্ড খুঁজে পেতে কার্যকর।
- **Yandex Images:** চেহারার গঠন ও এশিয়ান/ইউরোপিয়ান অঞ্চলের ছবি সূক্ষ্মভাবে মেলানোর জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী।

> অধ্যায় ৫ এর অনুশীলন ও কুইজ
> ১. অনলাইনের ছবি যাচাইয়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় টুলের নাম কী? (উত্তর: গুগল রিভার্স ইমেজ সার্চ)
> ২. অনলাইন টুল দিয়ে কোন ছবিগুলো যাচাই করা যাবে? (উত্তর: যেসব ছবি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে রয়েছে)
> ৩. TinEye এবং Yandex Image টুলের কাজ কী? (উত্তর: ছবি সম্পর্কে নানান তথ্য যাচাই করা)

অধ্যায় ৬: অনলাইনে ভিডিও যাচাই **(Video Verification)**

পুরো একটি ভিডিও সরাসরি রিভার্স সার্চ করা যায় না বলে ভিডিও যাচাইকরণ তুলনামূলক বেশি চ্যালেঞ্জিং।

৬.১ ভিডিও যাচাইয়ের প্রধান কৌশল

- শব্দ পর্যবেক্ষণ: ভিডিওটির অডিও, কথোপকথন, ভাষা, স্থানীয় উপভাষা এবং পারিপার্শ্বিক শব্দ ভালো করে শুনুন।
- দৃশ্যমান চিহ্ন: সাইনবোর্ড, যানবাহনের নম্বর প্লেট, আবহাওয়া, পোশাক ও ভৌগোলিক চিহ্ন পরীক্ষা করুন।
- স্লো-মোশন বিশ্লেষণ: এডিটিং কাটিং বা ম্যানিপুলেশন ধরতে ভিডিওটি ধীরে ধীরে বা স্লো-মোশনে দেখুন।

৬.২ টুলস ও প্রযুক্তি

- **InVID Verification Plugin:** ভিডিওকে ছোট ছোট ফ্রেমে (Keyframes) ভেঙে রিভার্স ইমেজ সার্চ করার জন্য ব্যবহৃত শ্রেষ্ঠ প্লাগইন।
- **YouTube Data Viewer:** ইউটিউব ভিডিওর আপলোড সময় ও থাম্বনেইল বের করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

> অধ্যায় ৬ এর অনুশীলন ও কুইজ
> ১. কোনো ভিডিওর মেটাডাটা দেখার জন্য ব্যবহৃত টুল কোনটি? (উত্তর: YouTube Data Viewer & ExifTool)
> ২. ভিডিও যাচাইয়ের অন্যতম কাজ কী? (উত্তর: সাউন্ড শোনা, ফ্রেমের দৃশ্য পর্যবেক্ষণ ও স্লো-মোশনে দেখা - সবক'টি)
> ৩. অনলাইনের ভিডিও যাচাইয়ের জন্য জনপ্রিয় টুল কোনটি? (উত্তর: InVID Verification Plugin)

অধ্যায় ৭: ফ্যাক্ট চেকিং ও সচেতনতা

ফ্যাক্ট চেকিং শুধু সাংবাদিকদের জন্য নয়, ডিজিটাল নাগরিক হিসেবে প্রতিটি মানুষের জন্য সামাজিক দায়িত্ব।

৭.১ দায়িত্বশীল অনলাইন আচরণ

- সামাজিক মাধ্যমকে খবরের একমাত্র উৎস না ভেবে নিবন্ধিত মূলধারার গণমাধ্যমের সহায়তা নিন।
- কোনো সংবাদের সত্যতা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তা শেয়ার, লাইক বা কমেন্ট করা থেকে বিরত থাকুন।
- মূলধারার গণমাধ্যমের খবরেও নিজের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি ও ফ্যাক্ট চেকিং অব্যাহত রাখুন।

> অধ্যায় ৭ এর অনুশীলন ও কুইজ
> ১. সংবাদের জন্য প্রধানত কার ওপর নির্ভর করতে হবে? (উত্তর: মূলধারার পেশাদার সংবাদমাধ্যমের ওপর)
> ২. মূলধারার সংবাদমাধ্যমের খবর কি বিনা প্রশ্নে বিশ্বাস করবেন? (উত্তর: না, নিজের ফ্যাক্ট চেকিং অব্যাহত রাখতে হবে)
> ৩. অনলাইন সংবাদভোক্তাদের অবশ্য পালিত কাজ? (উত্তর: সামাজিক মাধ্যমকে সংবাদের একমাত্র উৎস না ভাবা)

অধ্যায় ৮: একটি অনলাইন সংবাদমাধ্যম বিশ্বস্ত কি না কীভাবে বুঝবেন?

বর্তমানে মূলধারার সংবাদমাধ্যমের নাম ও লোগো অনুকরণ করে অসংখ্য ভুয়া সংবাদ পোর্টাল বা অপপ্রচারমূলক ওয়েবসাইট তৈরি হচ্ছে।

৮.১ ভুয়া ওয়েবসাইট শনাক্তের লাল পতাকা **(Red Flags)**

- ১. নাম-ঠিকানাহীন পোর্টাল: ওয়েবসাইটে সম্পাদক, প্রকাশক, অফিসের ঠিকানা বা যোগাযোগের নম্বর না থাকা।

- ২. নকল ডোমেইন নাম: মূলধারার পরিচিত পত্রিকার নামের সাথে মিল রেখে বানান সামান্য বদলে ভুয়া ডোমেইন তৈরি।
- ৩. ব্রেকিং নিউজের অতিব্যবহার: সব খবরেই 'ব্রেকিং নিউজ' বা 'জরুরি' ট্যাগের অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার।
- ৪. অপেশাদার গঠন: প্রচুর বানান ভুল, দুর্বল লেআউট এবং সুনির্দিষ্ট রিপোর্টারের নাম না থাকা।

৮.২ বাংলাদেশের পরিচিত ফ্যাক্ট-চেকিং সংস্থা

বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক মানের স্বীকৃত ফ্যাক্ট-চেকিং সংস্থা কাজ করছে। যেমন: BDFactCheck, Boom Bangladesh, এবং যাচাই।

> অধ্যায় ৮ এর অনুশীলন ও কুইজ
> ১. 'ব্রেকিং নিউজ' এর অতিরিক্ত ব্যবহার দেখা গেলে সেটি? (উত্তর: বিশ্বাসযোগ্য সংবাদউৎস নয়)
> ২. বাংলাদেশের কয়েকটি ফ্যাক্ট চেকিং সংস্থা? (উত্তর: BDFactCheck, Boom Bangladesh, যাচাই - সবক'টি)
> ৩. কী ধরনের অনলাইন পোর্টাল সম্পূর্ণ পরিহার করবেন? (উত্তর: নাম ঠিকানা ও পরিচয়বিহীন পোর্টাল)
> ৪. শুধু নামহীন সূত্রের বরাতে দেওয়া খবরের বিশ্বাসযোগ্যতা? (উত্তর: প্রশ্নবিদ্ধ)